ভোরের কাগজ

তারিখ 25 SEP 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

২ বছরের ব্যবধানে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার দ্বিগুণ

জ. ই. মামুন : মাত্র ২ বছরের ব্যবধানে দেশে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় পাসের হার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৯৬ সালে এ পরীক্ষায় সারা দেশে গড় পাসের হার ছিল মাত্র ২৪ দশমিক ৭৭, এ বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬ দশমিক ০৮ শতাংশে।

'৯৬ সাল থেকেই দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়। সেবারই নবগঠিত চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে প্রথম এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষাবিদদের মতে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠান শুরুর পরে যে ফল বিপর্যয় শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে কেটে গেছে। এ কারণে গতবছর পাসের হার আগের বছরের চেয়ে কিছু বেড়েছিল। গতবার দেশে এইচএসসির গড় পাসের হার ছিল ৩৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

তবে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গতবছরের তুলনায় এবার সারা দেশে প্রায় দেড় লাখ কম। গতবার ৫ বোর্ডে পরীক্ষা দিয়েছিল ৬ লাখ ৫০ হাজার, আর এবার দিয়েছে ৫ লাখ ১০ হাজার ছেলেমেয়ে।

গত কয়েক বছরের পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা শুরুর আগে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে তৎকালীন ৪ বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার গড় পাসের হার ছিল ৪৬ দশমিক ৬১ শতাংশ। কিন্তু পরের বছর অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালু হওয়ায় এ হার অর্ধেকে নেমে গিয়েছিল। ৩ বছরের ব্যবধানে তা আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো। শিক্ষাবিদরা বলেছেন, অভিন্ন প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার্থীরা খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হওয়ায় ফল বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

পরীক্ষার ফলাফলের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবারো আগের বছরগুলোর মতোই রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মানবিক বিভাগের প্রায় অর্ধেক, কিন্তু পাসের হার মানবিকের চেয়ে অনেক বেশি। সারা দেশে মেয়েদের পাসের হার ছেলেদের তুলনায় ভালো, মেধাতালিকায়ও মেয়েদের অবস্থান উজ্জ্বল। রাজধানীর এবং বড়ো শহরগুলোর নাম করা কলেজগুলো যথারীতি এবারো মেধাতালিকায় তাদের প্রাধান্য ধরে রেখেছে। তবে দুএকটি বাদে অধিকাংশ ক্যাডেট কলেজই এবার মেধাতালিকায় আগের মতো ঔজ্জ্বল্য ছড়াতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলের প্রায় কোনো কলেজই এবারো তেমন ভালো কোনো ফল করে দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়নি। অর্থাৎ মেধাতালিকা পরিচিত কলেজগুলোতেই সীমিত রয়েছে এবারো।

মেধাতালিকা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এ বছর ঢাকা বোর্ডে সবচেয়ে ভালো ফল করেছে ঢাকা কলেজ, নটরডেম কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, ভিকারুন্নিসা নূন কলেজ ও ঢাকা কমার্স কলেজ। আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ মানবিকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের মেধাতালিকায় আগের মতো প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। হলিক্রস কলেজও এবার খুব ভালো করেনি মেধা তালিকার হিসাবে।

কুমিল্লা বোর্ডে ক্যাডেট কলেজগুলোর বাইরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ এবং চান্দিনা রেদওয়ান আহমেদ কলেজ খুব ভালো ফলাফল করেছে।

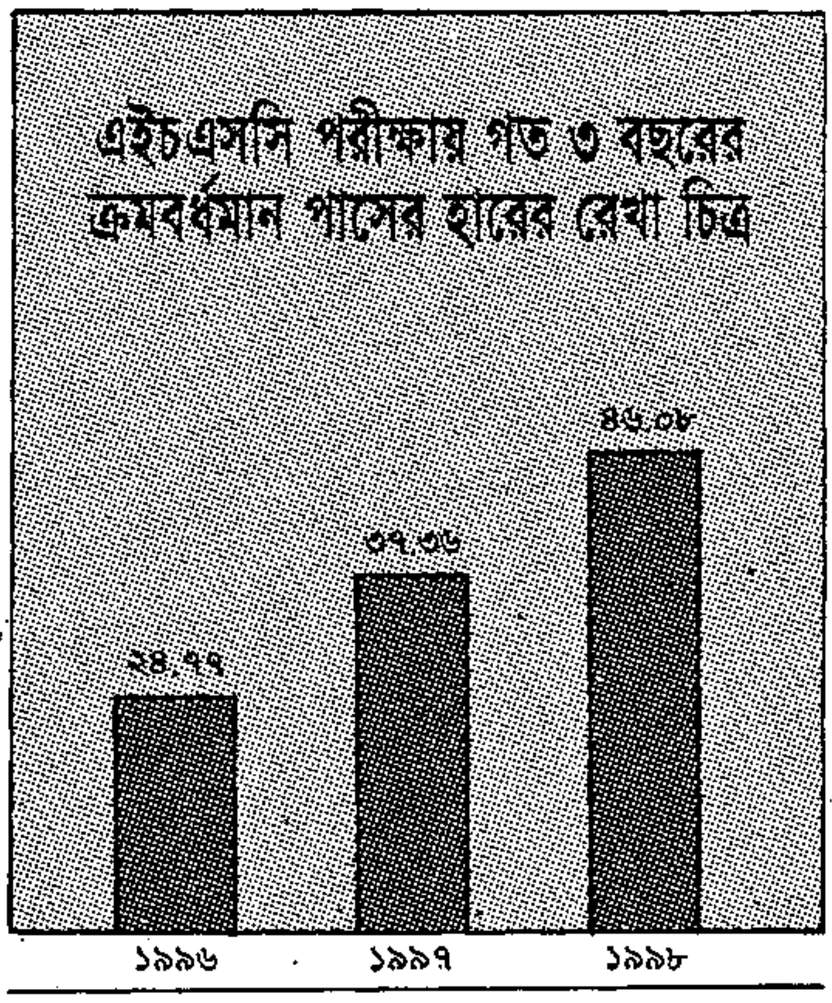

যশোর বোর্ডে ক্যাডেট কলেজ ছাড়াও যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, এম এম সরকারি কলেজ, খুলনা গভঃ গার্লস কলেজ ও ঝিনাইদহ কলেজ খুব ভালো ফল করেছে।

রাজশাহী বোর্ডে ক্যাডেট কলেজগুলো বাদে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া সরকারি এ এইচ কলেজ, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্কুল, বানপাড়া কলেজ, দাওকান্দি কলেজ, অ্যাডওয়ার্ড কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান খুব ভালো ফল করেছে।

চট্টগ্রাম বোর্ডে চট্টগ্রাম কলেজ, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গভঃ কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজ, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ ও সীতাকুন্ডু ডিগ্রি কলেজ খুব ভালো ফল করেছে।

একনজরে ৫ বোর্ডের ১৯৯৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল

বোর্ড	নিবন্ধিত পরীক্ষার্থী	অবতীর্ণ পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার
ঢাকা	১৬৩৮২৯	১৫৪৬৬২	১৭৫৫৬	৪২২৬৭	৯১৮৫	৬৯০০৮	৪৪.৬২
কুমিল্লা	৭৮০৬৯	৭২৩৩৩	৫৩১২	২৬০৩১	৫৮৪৭	৩৭১৯০	৫১.৪১
যশোর	৯২৪১৫	৯০৮৮৪	১০১৭৫	২২৯০৬	২৬৪৮	৩৫৭২৯	৩৯.৩১
রাজশাহী	১৩৭৫২৮	১২৪৬৯৯	১১৬৭১	৪৪৮৯৮	৭৯৮৯	৬৪৫৫৮	৫১.৭৭
চট্টগ্রাম	৩৮২৬৯	৩৬৪৫০	২২৮৫	৯৮৫৮	২১২০	১৪২৬৩	৩৯.১৩
মোট	৫১০১১০	৪৭৯০২৮	৪৬৯৯৯	১৪৫৯৬০	২৭৭৮৯	২২০৭৪৮	৪৬.০৮